এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু বিশেষ নির্দেশনা

সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীবৃন্দ

আমার শুভেচ্ছা নিও। আগামী ১ ফেব্রুয়ারী থেকে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা ২০২০ শুরু হতে যাচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এটা তোমাদের জীবনের Turning Point অর্থ্যাৎ ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারণী পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে তোমাদের ক্যারিয়ার নির্ধারণী শিক্ষা। তাই এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে অত্যন্ত ভালোভাবে, সতর্কতার সঙ্গে। এক্ষেত্রে নিচের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

১। সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিবে ঃ শিক্ষার্থীদের পঠিত সব বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, তাই সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেয়া চাই। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়ে এ প্লাস পেতে হলে সব বিষয়কেই প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষ করে গণিত, উচ্চতর গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ইসলাম ধর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়কে বেশী গুরুত্ব দিবে। ব্যবসায় শিক্ষা শাখার পরীক্ষার্থীদের ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান বিষয়কে গুরুত্ব দিবে। মানবিক শাখার পরীক্ষার্থীদের বিশেষ করে ইংরেজী, গণিত, ভূগোল বিষয়কে প্রাধান্য দিবে।

২। নিজের উপর আস্থা রেখ ঃ আর মাত্র কদিন পরেই পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে, তাই খুবই চিন্তিত। চিন্তার কোন কারণ নেই্। বিশ্বাস রেখ, তোমার পরীক্ষা ভালো হবে। কোনো প্রশ্ন Common না পড়লে মোটেও হতাশ হবে না। বরং প্রশ্নের সাথে উদ্দীপক বারবার পড়ে যতটুকু বুঝবে Common Sense থেকে নিজের উপর আস্থা রেখে ততটুকু উত্তর লিখবে। নিশ্চয়ই পরীক্ষক তোমার মূল্যায়ন করবেন।

৩। পরীক্ষার সরঞ্জামাদি ঃ পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগের দিন রাতে পরীক্ষায় ব্যবহৃত ৩টি কলম, সাইন পেন, স্কেল, পেনসিল, হাতঘড়ি, প্রবেশ পত্র, রেজিঃ কার্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে একটি বক্সে রাখবে। যাতে ভুলে কোনটি বাদ না পড়ে। প্রবেশ পত্র ও রেজিষ্ট্রেশন কার্ডের দুটি করে ফটোকপি রাখবে। মূলকপি পরীক্ষার হলে নিয়ে যাবে।

৪। শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি ঃ শারীরিক ও মানসিকভাবে যাতে সুস্থ থাকো সে জন্য পরীক্ষার আগের রাতে বেশী রাত জেগে পড়াশুনা করলে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং নতুন কোনো পড়া না পড়ে কেবল রিভিশন দিবে।

৫। পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ ঃ কমপক্ষে ২০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ করবে। তবে প্রথম দিন ৩০ মিনিট আগেই কক্ষে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে।

৬। পরীক্ষার খাতা ঃ মনে রাখবে তোমার পরীক্ষার খাতাটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তোমার জানা যাবতীয় বিষয় এই খাতায় প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে দিতে হবে। প্রথম পাতায় তোমাদের নিজ রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর, বিষয় কোডের বৃত্ত সঠিক ভাবে ভরাট করতে হবে। খেয়াল রাখবে খাতায় কোথাও যেন কালির দাগ না পড়ে।

৭। মার্জিনের ব্যবহার ঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরীক্ষকের প্রয়োজনে উত্তরপত্রে মার্জিন দেয়া আবশ্যক। উত্তরপত্রের উপরে ও বামপাশে ১ (এক) ইঞ্চি সমপরিমান জায়গা রেখে মার্জিন দিতে হবে।

৮। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ প্রথমে বহুনির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সতর্কতার সঙ্গে ওএমআর ফরম পূরণ করবে। নতুন পদ্ধতিতে বহুনির্বাচনী পরীক্ষার জন্য রয়েছে ৩০ নম্বর । বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ক্ষেত্রে তোমার কাছে যেগুলো সহজ ও Common মনে করবে, সেগুলো আগে ভরাট করবে। যেগুলোতে সন্দেহ থাকবে সেগুলোর জন্য সময় অপচয় না করে মনে করার চেষ্টা করবে এবং ৩০ মিনিটের মধ্যেই উত্তর শেষ করবে। একাধিক বৃত্ত মনের ভুলেও ভরাট করবে না। এদিকে ভালোভাবে খেয়াল রাখবে।

৯। সৃজনশীল প্রশ্ন বাছাই ঃ সৃজনশীল অংশে ৭টি উদ্দীপকের উত্তর দিতে হবে এবং সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য রয়েছে ৭০ নম্বর। সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর মনোযোগের সঙ্গে উদ্দীপকগুলো পড়ে ১১টির মধ্য থেকে ভেবেচিন্তে ৭টি উদ্দীপকের প্রশ্ন সঠিকভাবে বাছাই করে নিবে।

১০। সময় ঃ প্রশ্ন পাওয়া মাত্র সময়ক্ষেপণ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করতে হবে। বরাদ্দকৃত সময়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা মানেই সম্পূর্ণ উত্তর লেখার সুযোগ হারানো। নতুন পদ্ধতিতে বহুনির্বাচনী পরীক্ষার জন্য রয়েছে ৩০ নম্বর ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য রয়েছে ৭০ নম্বর। ৭০ নম্বরের সৃজনশীল পরীক্ষার ক্ষেত্রে সময় ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট বা ১৫০ মিনিট। প্রশ্ন হাতে পেয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পাঠ করতে ৫মিনিট এবং রিভিশনের জন্য কমপক্ষে ৫মিনিটসহ মোট ১০ মিনিট বাদ দিলে তোমার হাতে থাকে ১৪০ মিনিট। যা ৭ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে গড়ে ২০ মিনিট করে সময় পাবে। এজন্য সৃজনশীল উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে সময়কে শুরু থেকেই ভাগ করে নিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, সব প্রশ্নের উত্তরই নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে।

১১। উত্তরের ধারাবাহিকতা/প্রশ্নের নম্বর দেয়া ঃ যে প্রশ্নের উত্তর লেখা হচ্ছে তার নম্বর খাতায় সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে। প্রশ্নপত্রে নম্বর যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেভাবে লিখতে হবে। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে না লিখে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে লিখতে হবে। যেমন ঃ ১ নং প্রশ্নের উত্তর (ক), ১ নং প্রশ্নের উত্তর (খ), ১ নং প্রশ্নের উত্তর (গ), ১ নং প্রশ্নের উত্তর (ঘ) নম্বর লিখে প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

১২। হাতের লেখা ঃ পরীক্ষার খাতায় হাতের লেখা যতটা সম্ভব সুন্দর করতে হবে। যাদের লেখা সুন্দর না তাদের চেষ্টা করতে হবে যেন লেখা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়। লেখা যেন পরীক্ষক সহজে পড়তে পারে। লেখা যেন বাঁকা না হয়, কাটাকাটি বা ঘষামাজা করা যাবে না । কাটতে হলে এক টানে কেটে দিয়ে নতুনভাবে লিখতে হবে।

১৩। উত্তর পত্রের সাজসজ্জা ঃ খাতার প্রত্যেক পাতায় ১৪-১৫ লাইন লেখা উচিত। তার চেয়ে কম বা বেশী নয়। প্রশ্নের নম্বর, পয়েন্ট, উদ্ধৃতি চিহ্ন ভিন্ন কালির বিশেষত নীল কালির কলম দিয়ে দিলে ভালো হয়। এতে খাতায় বৈচিত্র আসে। লাল বা সবুজ কালির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৪। রিভিশন দেওয়া ঃ সব সময় ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় হাতে রেখে লেখা শেষ করার চেষ্টা করবে। যাতে ঐ পুরো সময় খাতা রিভিশন দেওয়া যায়। বেশ কিছু ভুল তাতে সেরে নেওয়া যায়। মনে রাখবে সামান্য একটি অক্ষর বা ভুলের জন্য সম্পূর্ণ নম্বর কাটা যেতে পারে।

১৫। অভিভাবকদের করণীয় ঃ অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ, শিক্ষার্থীকে GPA-5 এর জন্য অতিরিক্ত মানষিক চাপ দিবেন না। পরীক্ষার্থী এমনিতেই অনেক Stress এ থাকে। এ সময় বাড়তি চাপ তারা নিতে পারবে না। যতটা সম্ভব উৎসাহ প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীকে বলতে হবে- যা পড়েছ, ভালোই পড়েছ, এখন পরীক্ষার হলে মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর করবে। তাদের সাহস জোগাবেন। তাদের সঙ্গে পজেটিভ কথা বলবেন এবং ব্যবহার করবেন। এছাড়া পরীক্ষার দিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠানো, পরীক্ষা কেন্দ্রে ৩০মিনিট পূর্বে পৌছানো, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে এবং পরীক্ষার হলে নিষিদ্ধ জিনিষপত্র নিচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

পরিশেষে, তোমাদের সকলের সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও প্রানঢালা শুভকামনা করে পরীক্ষা ভাল হোক, প্রত্যাশিত সাফল্য তোমার আসবেই। অভিভাবক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শিক্ষক হিসেবে সব সময় তোমাদের সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ-তায়ালার কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।

এইচ. এম. মতিউর রহমান
সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)
জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-২০১৮
পটুয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
পটুয়াখালী।

এইচ. এম. মতিউর রহমান